ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২১৪২

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য স্বল্প সময়ের মধ্যেই ত্রিপুরাকে এক নতুন দিশা দেখাতে পেরেছিলেন : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার রাজা মহারাজারা প্রজাবৎসল ছিলেন, ইতিহাস তা বারবার প্রমাণ করে। কিন্তু একটা সময় এসে তাদের কৃতিত্ব, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে বিরূপভাবে তুলে ধরা হচ্ছিল। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ যাতে রাজাদের কীর্তি না জানতে পারেন সেজন্য বিভিন্নভাবে তার প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সত্যকে কখনো দাবিয়ে রাখা যায় না। আজ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'ত্রিবেগ' সামাজিক সংস্থা এবং 'ইনটেক ত্রিপুরা চাপ্টার'-এর উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষদিনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহদুর খুব অল্প বয়সে রাজ্যের শাসনভার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কম বয়সেই তাঁকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়েছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ত্রিপুরাকে এক নতুন দিশা দেখাতে পেরেছিলেন। তিনি খুবই দূরদর্শী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় যখন আর্থিক মন্দা দেখা দিয়েছিল সে সময় রাজ্যে দেশলাইয়ের কারখানা চালুর উদ্যোগ তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। সাধারণ মানুষের বিনোদনের লক্ষ্যে সে সময় আগরতলায় সিনেমা হলও নির্মাণ করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সে সময় অনেকগুলি স্কুল, কলেজ রাজ্যে নির্মাণ করা হয়েছিল। এতে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় মেলে। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর বুঝেছিলেন যে সংখ্যাতত্ত্ব নয় কোয়ালিটি এডুকেশন দিতে হবে। বিগত সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই সময় রাজ্যে প্যারামিটার বাড়ানোর জন্য শিক্ষার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। গুণগত শিক্ষার উপর জোর না দেয়ায় রাজ্যের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই গুণগত দিক দিয়ে এখন পর্যন্ত ১ থেকে ১০-র মধ্যে স্থান পায়নি। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার গুণগত শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করতে চাইছে। এর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। মেধা তালিকায় থাকা প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য, ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করার জন্য, তাদের মধ্যে স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করার জন্য রাজ্য সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন বিষয়ে উৎসাহিত করা, ভয়মুক্ত রাখা, সম্মানের সঙ্গে রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। আগে ত্রিপুরাকে অনেকেই চিনতেন না, এখন সেই অবস্থার পরিবর্তন এসেছে। ত্রিপুরার নাম এখন আর কারুর কাছে অপরিচিত নয়। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরও চাইতেন ত্রিপুরাকে যেন সবাই চেনে। বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুকে তাঁর গবেষনার জন্য ত্রিপুরার মহারাজা বছরে ১০ হাজার টাকা করে পাঠাতেন। খুব কম বয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আবিস্কারও করেছিলেন ত্রিপুরার রাজারা। পরবর্তী সময়ে গোটা বিশ্ব বিশ্বকবির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে সেই মেধা, দুরদর্শিতা ছিল বলেই

*****২য় পাতায়

তারা বিশ্বকবি, জগদীশ চন্দ্র বসুকে আবিস্কার করতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, মহারাজারা তখন যে কাজ করতে চাইছিল বর্তমান রাজ্য সরকারও সেই কাজই করতে চাইছে। মহারাজারা যখন ছিলেন তখন ত্রিপুরা স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তখন কোন জায়গা থেকে ত্রিপুরার জন্য সাহায্য আসতোনা। অথচ রাজ্যে ২৫ বছর স্থায়ী একটা সরকার থাকার পর তারা যখন ক্ষমতা থেকে চলে যায় সে সময় সাড়ে ১১ হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা চাপিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোন কিছু চালু করতে চাইলে স্বচ্ছতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। আজ সমগ্র ভারতবাসীর কাছে যে প্রকল্পটি সমচেয়ে বেশী জনপ্রিয় হয়েছে সেটি হচ্ছে স্বচ্ছ ভারত। তিনি বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একের পর এক প্রকল্প সমগ্র দেশে চালু করছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী শৌচালয় যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনা, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী সৌভাগ্য যোজনা এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী উজ্জলা যোজনায় বর্তমান সরকারের প্রথম ১০০ দিনে ১ লক্ষ ৬ হাজার গ্যাস সংযোগ দেওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত এই সংখ্যাটি বেড়ে ১ লক্ষ ৭০ হাজার হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের ইতিবাচক মনোভাব আছে বলেই মানুষের কল্যাণে একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনকে দুর্নীতি মুক্ত রাখার জন্য ই-টেন্ডারিং, ই-ষ্ট্যাপিং, ই-চালান ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগে রাজ্যে কমন সার্ভিস সেন্টার খোলা হলেও তার সুফল রাজ্যবাসীরা পাচ্ছিলোনা। রাজ্যের বর্তমান সরকার কমন সার্ভিস সেন্টারগুলিকে শক্তিশালী করছে যাতে আঠারমুড়ায় বসেও মানুষ বিভিন্ন সরকারী পরিষেবার সুযোগ পেতে পরেন। সচিবালয়ে বসে মুখ্যমন্ত্রী, অফিসাররা কী কাজ করছেন তা যাতে সর্বত্র জানতে পারেন সেজন্য সি এম ডেসক বুক খোলা হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জগদীশ গণ চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস সু-প্রাচীন, রাজণ্য শাসিত ত্রিপুরার ইতিহাস গবেষণার বিষয়। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর খুবই গুণী ব্যক্তি ছিলেন।

অনুষ্ঠানে এর পর একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

****